তরজারাজা মতিলাল খাঁড়া

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

গত বছর ১লা আগস্ট (১৯৭২) রবীন্দ্র সরণীর ওপর দিয়ে চারজন যুবক একটি মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্মশানের কাছাকাছি এই রাস্তায় অহরহ এমন শববহন চলে কিন্তু সেদিন দৃষ্টি একটু যেন থমকে গিয়েছিল। মৃতের ঐ বাঁশ-দড়ির খাটিয়ার সঙ্গে একটি টিনের সাইনবোর্ড লটকানো ছিল। তাতে স্পষ্ট সুহাসিনী হরফে লেখা : এখানে তরজা-গানের বায়না লওয়া হয়।

আটষট্টি বছর বয়সে মৃত্যু এমন কিছু অকাল নয়, তবু কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সকাল মনে হয়। আসল কথা, চির-আমুদে মানুষের মৃত্যু খুব সহজে মেনে নেওয়া যায় না। এই দশ বছরে তরজা গানের ক্ষেত্রে যে দুই দিকপালের তিরোধান ঘটল, বাঙলার লোকসমাজের প্রমোদ ও লোকশিক্ষার বৃহত্তম ঠিকাদারী তাঁদেরই ছিল। প্রথম ব্যক্তি হলেন নৈহাটির স্বনামধন্য তরজাঅলা অন্নদা মণ্ডল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সেদিনের সেই 'বায়না লওয়া' মতি খাঁড়া। গত ৪০।৫০ বছরের তরজা আসরে নফর ঘোষের এই ধুরন্ধর চেলা দুজনের ধারকাছ দিয়েও কেউ আসতে পারেন নি। অসংখ্যবার বেতার অনুষ্ঠান থেকে সংস্কৃতি সম্মেলনের মাচা আলো করে এঁরা কসরৎ দেখিয়েছেন, পাড়ার পূজোমণ্ডপ, গ্রামের মেলা থেকে নির্বাচনের প্রচারে পর্যন্ত নেমেছেন অর্থাৎ সমাজের সর্বশ্রেণীর সবরকম মানুষের মনোরঞ্জন করে তবে হয়তো নিজের মুখে দুমুঠো ভাত দিতে পেরেছেন আর তার প্রতিদানে দুই মহারথীর মৃত্যু সমাচার আমরা দেশ-বাসীকে জানতে দিইনি। অন্নদাবাবু মারা যাবার পর সেই সংবাদ প্রকাশের চেষ্টা সময়মতো হয়েছিল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। একজন সংস্কৃতি-প্রেমী সাংবাদিকের কথা এখনো স্মরণে আছে। ঐ সংবাদ গ্রহণের সপ্তাহখানেক পরে তিনি বলেছিলেন, 'এবারটা যখন দেরী হয়ে গেল, ছেড়ে দাও। সামনের বছর ওর জন্মদিনে ছবিটবি দিয়ে একটা ভালো কিছু করা যাবে।' বলা বাহুল্য, গত ৭।৮ বছরে সেই সাংবাদিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার সুযোগ পেয়ে ওঠেন নি।

boipatter.in

গত দশ মাসের মধ্যে মতিবাবুর মৃত্যুসংবাদ কোন সংবাদপত্রে দেখি নি। অন্নদা মণ্ডলের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। অথচ জীবিতাবস্থায় দৈনিকের স্তম্ভে এঁদের যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হয়েছে! বাঙলার লোকসমাজের কাছের মানুষ হিসাবে এঁদের নির্দিষ্ট গৌরবাসন আছে তাই কলকাতার কোন কোন প্রচার-মাধ্যমের আপত্তিকর তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও জনমানসে এঁদের স্মৃতি জেগে থাকে। কে বলতে পারে কত লক্ষ মানুষের সঙ্গে এঁদের আত্মিক সেতুবন্ধন ঘটেছিল। আজও বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এঁদের তরজাগানের ধারাবিবরণী পেশ করতে পারেন। লোকশিল্পী তাঁর স্বল্প পুঁজি নিয়ে আবহমানকাল মানুষে মানুষে সেতুবাঁধার কাজ করে যাচ্ছেন, আধুনিক প্রচারের পরশপাথর সংবাদপত্রের বেতনভুক কর্মকর্তার কৃপাকণা ভাগ্যে জুটুক চাই না জুটুক।

তরজা জগতে মতিলাল খাঁড়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে। এখনকার গানের সঙ্গে মতিবাবুর গাওনার ব্যাকরণ ও প্রকরণগত তফাত অনেকখানি। মতিবাবুদের উচ্চারণ, বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয় বর্তমানের তরজাগানে অনুপস্থিত। তবুও স্বীকার করতে হয়, বিশুদ্ধ লোকমাধ্যম তরজা এক সময়ে কলকাতার বাবুসমাজের মনোরঞ্জনে বেশিরকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেই ফাঁকে খেউড়ি মেজাজ এই শ্রুতিনির্ভর লোক-মাধ্যমটির চরিত্র বহুল পরিমাণে পালটে দেয়। মতিবাবুও এই পরিবর্তিত ধারাতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত। মতি খাঁড়ার ঘাইয়ের বিশেষত্ব মুখপাতেই শুরু হত ঃ এইবার উঠেছি আমি, এইবার উঠেছি দাদা, এইবার উঠেছি বাবু হাঁ...। বলে, নফর ঘোষের চেলা আমি বলছি এই যে বাত্ / জোয়ানমদ্দ বাঘাসদ্দ করুক দেখি কাত্। সনাতন সওয়ারি-মেল্‌তার সঙ্গে ফুকো ডবলফুকোর বাঁধন মতিবাবুর ক্ষেত্রে এমন দৃঢ় হল কি করে বিস্ময়ের ব্যাপার। মতি খাঁড়ার বাঙলা অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না। কখনো কখনো এ নিয়ে উনি নিজেই মজার মজার গল্প বলতেন। একবার রেডিও স্টেশনে এক ভদ্রলোক ওঁকে কি একটা পড়তে দেন। উনি খানিক চোখ বুলিয়ে বললেন, চশমাটা যে আনা হয় নি। ভদ্রলোক কাগজটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে বললেন, দশ বছর ধরে আপনার এই এক অজুহাত শুনে আসছি। মতিবাবু ডবল ফুকো দিলেন, বলেন কি দশ বছর! কি অসীম ধৈর্য আপনার।

boipattor.in

নাদুসনুদুস মতিবাবুর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। শেষ দিকটায় উনি

লালবাগান বস্তিতে উঠে এসেছিলেন। রাস্তাঘাটে দেখা হলেও অনেক কথা হত। এহেন লোকটির সঙ্গে একদিন বিশেষভাবে দেখা করে বললাম, আজ তরজার শুরু থেকে আপনি আপনার কথা বলুন। আমি শুনব, পরে এ নিয়ে লেখালেখি হবে। হাসতে হাসতে মতিবাবু বললেন, দিশি মতে টেপ করবেন বলুন। আরম্ভ করতে একটু অসুবিধে বোধ করছিলেন, পরে অন্তরঙ্গ হয়ে বলতে লাগলেন ঃ বাবা তরজা ফরজার লোক ছিলেন না। ওঁর ছিল কাঠের গোলা। কতো বয়েস হবে আমার—চোদ্দ কি পনেরো। বজবজ নিশ্চিন্দেপুরের বাড়িতে আছি। হঠাৎ শুনলুম গাঁয়ে তরজা হবে। আমতা গোজলপুরের সঙ্গে কলাগেছের লড়াই। আমতা মানেই নফর ঘোষ আর কলাগেছের হল মতি পাড়। উদ্যোগ-আয়োজন বুঝি, হৈ-হল্লা বুঝি কিন্তু তরজা মশাই ও বয়েসে বুঝি না। যাই হোক, তরজার লোকজন আমাদের বাড়িতে তেরাত্তির রইলেন। সেই সুবাদে নফর ঘোষের এটা ওটা ফরমাস খাটা ও সেবার সুযোগ পেলাম। কলা-গেছের সঙ্গে আমার নামের মিল দেখেই বোধহয় নফর ঘোষ বললেন, তরজা শিখবি? আমার সঙ্গে বহুৎ দূর চলে যেতে হবে। হট্ করলেই ঘর আসা যাবে না, ইধার-উধার ভেট্‌কি মারাও চলবে না। ভেবে দ্যাখ্ মন···। বাবার মতামত জিজ্ঞেস করলুম, উনি তেমন আপত্তি করলেন না। এই পেলুম নফর গুরু। বলে, পূর্বজন্মের পুণ্যফলে গুরু খুঁজে পাই, ও ব্যাটা হ্যাঁদা পেটা মারো ঝ্যাঁটা যার গুরুর ভাগ্য নাই।

জানেন, গুরুও একবার ঈশ্বর জেলের কাছে ওতোরপাড়ায় খুব ঝাড়ন খেয়েছিলেন। ক্ষোভে, দুঃখে মাকড়চণ্ডীর হাড়িকাঠে মাথা দিয়েছিলেন। মরিব মরিব আমি নিশ্চয়ই মরিব। কাণ্ড দেখে সবাই মিলে ওঁকে বললেন, তারক পালের কাছে নাড়া বাঁধতে। বদততলার তারক পাল আমার গুরুর গুরু—আমার ঠাকুর্দা ওস্তাদ।

আমার ওস্তাদ যখন সব রকম তৈরি হয়ে নামলেন তখন একমাত্র শালকের নিমাই বসুর সঙ্গে ওঁর লড়াই জমত। আর সব ভো পটাপট চিৎ হয়ে যেত। ওস্তাদের দিকে ধনেখালির হরে পরামাণিকের মত পাকা বাঁধনদার-গায়ক ছিলেন। আমি অন্নদা—আমরা তখন চুনোপুঁটি। তবু সাহস আমার একটু একটু করে বাড়তির পথে। পাক্কা ষোল বছর দোহার রইলুম ওস্তাদের। এর ভেতর কত চেলা এল গেল। ধৈর্য কেউ আর রাখতে পারে না। এখন দেখুন না, আজ গাছ পুঁতে কালই লোকে

boipatton.in

ফল চাইছে। তখন ইট্ জলদি কাটিনি বলে আজ লাড় খাচ্ছি। না হলে কবে বসে যেতুম।

এখন আবার প্রচারকাজেও আমাদের ডাকা হচ্ছে। এর ভালোমন্দ বিচার করে আপনারা লেখালেখি করুন। আমি বলি কি, ওতে রস মাঠে মারা যাবে। কটা গোলাম হোসেন তৈরি হবে আর আমরা জ্যান্ত অবস্থায় বরাবরের জন্য বসে যাব।

সমকালীন প্রায় সব তরজা গায়কের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন মতিবাবু। তার মধ্যে বনহিজলীর গোষ্ঠ, নৈহাটির অন্নদা, আবীরা এবং নন্দরাণীর সঙ্গে তাঁর লড়াই জমত। এখন গৌর এবং মদনের গান তাঁর পছন্দ। ঢুলি, কাঁসির ব্যাপারে এখনকার কাউকে ওঁর পছন্দ নয়। কারণ যাঁদের সঙ্গে উনি বরাবর কাজ করেছিলেন তাঁদের তুলনায় এরা কিছুই নয়। 'তাও দেখুন না একই ঢুলি উতোর-চাপন গাইছে। একে বন্দোবস্ত করে অর্থাৎ আগে বেঁধে গান গাইছে তাতেই লোক ক্ষেপে যাচ্ছে তার ওপর আবার ঢুলি কমন। লড়াই কি হবে বলুন! আমাদের সময়ে একেক-বার হারজিতের সঙ্গে দুই তরজা তরকে কথা বন্ধ হয়ে যেত। রীতিমতো একটা ইজ্জতের লড়াই।'

পুরনোকালের তরজাগায়ক এবং কবিয়ালদের কথায় উনি মাথা হেঁট করে শ্রদ্ধা জানান, মুখে বলেন ঃ যাঁকে দেখি নি যাঁর গান শুনি নি তাঁর থেকে বড় গুণী আবার কে আছেন? এখনকার কবিয়ালদের মধ্যে গুমাণী সাহেব, লম্বোদর এবং জব্বর আলীর গান উনি পছন্দ করেন। পছন্দ করেন টালিগঞ্জের স্টুডিওর কিছু মানুষকে। বলেন, যাই বলুন ওরা তো কিছু না হলেও মাঝেমধ্যে মুজরো দিয়ে আমায় তারিফ করে। নহর, ঢপ্ থেকে বাউলে নাচ শেখানোর দায়িত্ব আমার কাঁধে দেয়। কাজ করি, চাঁদির নাদি নিয়ে বাড়ি ফিরি। একবার রেডিও স্টেশনে এই নিয়ে কালীদার (কালিপদ পাঠক, টপ্পা গায়ক) সঙ্গে বেধে গেল। কালীদা বললেন, মোতে না খেয়ে মরলেও তরজা ছেড়ে অন্য লাইনে যাস নি। দুসরা লাইনে গিয়ে বাঁচা মানে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।

মতিবাবুর মৃত্যুর প্রায় এক বছর পরেও তাঁর কথাগুলো এখনো যেন 'দিশি টেপ'-এ শুনতে পাচ্ছি। নির্ভেজাল দিশি শিল্পী মতিলাল খাঁড়া চিরকালীন লোকশিল্পীর দরবারে যোগ্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন ও থাকবেন।

boipatter.in